সংবাদ

26 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

মীরসরাইয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অজ্ঞাত রোগ আতঙ্ক

অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অসুস্থ

প্রতিনিধি, মীরসরাই (চট্টগ্রাম)

মীরসরাই উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ে সম্প্রতি অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অজ্ঞাত রোগে অসুস্থ হবার পর উপজেলার অন্য বিদ্যালয়গুলোতে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। ৪ দিন ধরে ৮শ' শিক্ষার্থীর পাঠদান বন্ধ হাইতকান্দি স্কুলে। মীরসরাই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের আশপাশের অস্বাস্থ্যকর খাবারকে দায়ী করলেও প্রশাসন বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলো এ বিষয়ে নিচ্ছে না যথাযথ উদ্যোগ।

চলতি সপ্তাহের ঘটে যাওয়া ও চলমান ঘটনাবলিতে দেখা যায় উপজেলার হাইতকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় ও গোলকেরহাট পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে হঠাৎ অজ্ঞাত রোগে অন্তত ২০ ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসুস্থদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাতৃকা ও বারইয়াহাট জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অজ্ঞান হয়ে যাবার সময় তাদের শ্বাসকষ্ট, মুখে লালা ও মাটিতে গড়াগড়ি করতে দেখা গেছে। অসুস্থদের কাউকে অসংলগ্ন কথা বলতে শোনা গেছে। হাইতকান্দি স্কুলে অসুস্থরা হলো ৯ম শ্রেণীর রিফাত জাহান, সুমাইয়া মাহবুব, মমতা হেনা, ইয়াছমিন, ৮ম শ্রেণীর আইরিন সুলতানা, নুসরাত সুলতানা, আরিফা আক্তার, আয়েশা সিদ্দিকা, রিয়া, মাওয়া, রাহি ও মেহেরুন্নেসা তামান্না। গোলকেরহাট স্কুলে অসুস্থ হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে নবম শ্রেণীর ছাত্রী জুলিয়া, জেসমিন, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমাতুজজোহরা, ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী তানজিনা আক্তার অন্যতম। মীরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়া আহমেদ সুমন বলেন বিষয়টির তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে বলেছি। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হুমায়ুন কবির বলেন আমি বিদ্যালয়গুলোতে সরেজমিনে তদন্ত করেছি। আমার ধারনা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী দোকানগুলো ও রাস্তার পাশের খোলা ঝালমুড়ি, নানান প্রকার আচার ও টক ঝাল জাতীয় অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হয়। এসব খাবার থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে। বিষয়গুলো তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে এভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অসুস্থ হবার পর ও কার্যত কোথাও কোন ব্যবস্থা নেবার খবর পাওয়া যায়নি। গত বুধবারও মীরসরাই সদরস্থ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং মীরসরাই এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাওয়া যায় অস্বাস্থ্যকর ঝালমুড়ি ও আচার বিক্রেতা। এ সময় এসএম স্কুল এর সামনে ঝালমুড়ি বিক্রেতা হানিফ মোল্লার কাছে জানতে চাইলে সে বলে 'আমার ঝালমুড়ি তৈরির আচার তেল ও মসলাতে কোনো ভেজাল নেই। কিন্তু অনেকেই পুরনো তেল, সাত থেকে পনেরো দিনের বাসি মসলা দিয়েই ঝালমুড়ি বানায়' সে দেখিয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী আমড়া বিক্রেতাকে। সে প্লিস করে কেটে রাখা পুরোনো বাসি ও পচা আমড়াগুলো এখানে এনে বিক্রি করছে।' ঠিক তখন পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন বললেন নিজেরটা ছাড়া সবাই অপরের টাই খারাপ বলে। আর নিজেরটাই ভালো। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা প্রদান করা মাতৃকা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর ডা. জামশেদ আলম বলেন এটি একটি সাইকোলোজিকেল ইলনেস বা গণমানসিক ভয়ভীতিজনিত হিস্টিরিয়া রোগ হতে পারে। তিনি বলেন এই বিষয়ে বিদ্যালয়গুলোতে মানষিক বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা মোটিভেশন উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। আবার অস্বাস্থ্যকর খাবারগুলো এর জন্য দায়ী হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই এই বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি বলে মনে করেন।